অধ্যায় ৪: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি ও তার অনুবাদ-২

৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৪.২ পরিচয়: অনুবাদচর্চা ও রবীন্দ্রনাথ
৪.৩ ভাব ও বিষয়
৪.৩.১ মূল ও অনুবাদ
৪.৩.২ মূল কবিতা
৪.৩.৩ অনুবাদ
৪.৪ মূলের প্রতি আনুগত্য
৪.৫ মৌলিকতা
৪.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৪.৭ অতিরিক্ত পঠন
৪.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৪.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠের মাধ্যমে আপনি—

- ভাবানুবাদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- অনুবাদ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধ্যান ধারণা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রবীন্দ্রসাহিত্য অনুবাদের নানা প্রসঙ্গ সম্পর্কে অবগত হবেন।
- গীতাঞ্জলির মূল কবিতার সঙ্গে অনুদিত কবিতার পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারবেন।

৪.২ পরিচয়: অনুবাদচর্চা ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নিজস্ব রচনা ছাড়াও অজস্র দেশি বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ করেছেন। বেদ, উপনিষদ,মহাভারত, মনুসংহিতার কিছু অংশের পাশাপাশি অনুবাদ করেছেন কালিদাস, ভবভূতি, ভট্টনারায়ণ, , তুকারাম কবীরের দোহা, বিদ্যাপতির মৈথেলি কবিতা এবং বৈষ্ণব পদাবলি। এছাড়াও কিছু পালি প্রাকৃত কবিতারও অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যকে সম্বৃদ্ধ করেছেন।

ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে ভিক্টোর হুগো, ব্রাউনিং, গ্যাটে প্রমুখ রচয়িতাদের রচনা অনুবাদ করেছেন তিনি । দেশী বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব অনেকগুলি রচনার

রূপান্তর করেছেন । এই রূপান্তরগুলির বিভিন্ন ভাগ রয়েছে, যেমন গল্প থেকে নাটক, উপন্যাস থেকে নাটক, কবিতা থেকে নাটক ইত্যাদি । পরবর্তীতে আবার দেখা গেছে কিছু কিছু রূপান্তরিত নাটক আবার ইংরেজিতে অনুদিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের রূপান্তর-কর্মের কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে,

মূল বিষয়	মূলপাঠ	রূপান্তরিত বিষয়	রূপান্তরিত নাম	ইংরেজি অনুবাদ
পদ্যনাটক	রাজা ও রাণী	গদ্যনাটক	তপতী	The king and Queen
উপন্যাস	রাজর্ষি	নাটক	বিসর্জন	Sacrifice

অনুবাদের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তার গীতাঞ্জলি অনুবাদ। ১৯১২ সালের ১লা নভেম্বর লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি মোট ১০৩ টি ইংরেজি কবিতা সংকলন গীতাঞ্জলি প্রকাশ করে । সেখানে বাংলা গীতাঞ্জলি গ্রন্থ থেকে ৫৩ টি, গীতিমাল্য থেকে ১৬টি, নৈবেদ্য থেকে ১৫টি, উৎসর্গ থেকে ১১টি, শিশু থেকে ৩টি এবং খেয়া, স্মরণ, কল্পনা, চৈতালি, অচলায়তন থেকে একটি করে কবিতা নেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেগুলি বাংলা কবিতার হুবহু অনুবাদ ছিল না। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল রোদেন্সটাইনকে। বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন কবি উইলিয়াম বাটোলার ইয়েটস । গীতাঞ্জলির প্রচ্ছদে লেখা ছিল, "A collection of prose translation made by the author from the original Bengali" এবং "With an Introduciton by W. B. Yeats"।

📝 অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিশদে লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৪.৩ ভাব ও বিষয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর বহু রচনায় মানুষকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতকে সত্যিকার অর্থে মানুষের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য 'ঈশ্বর পিতা'র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন কবিতায় গানে। তাঁর কবিতা গান পরাধীন দেশের মানুষকে ক্ষমতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস জুগিয়েছে বরাবর। চিত্ত যেথা ভয়শূন্য কবিতাটিও তেমনি একটি কবিতা। এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের এমন একটি স্বাধীনতার কথা কল্পনা করেছেন যেখানে ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি মুক্ত হবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেও। উদার মানসিকতার চিন্তা চেতনা সমস্ত রাজনৈতিক

গণ্ডি ভেঙে ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত দেশে। দেশ থেকে বিদেশে। তুচ্ছ আচার-আচরণ, অযৌক্তিক প্রথা ও রীতি নীতির বেড়াজালে আটকে থাকা শুদ্ধ জ্ঞানচর্চার মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন কবি এই কবিতায়। অর্থাৎ স্বাধীনতা সেখানেই থাকবে যেখানে যুক্তি কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাসের শৃঙ্খলমুক্ত মানুষকে স্বাধীন করতে চেয়েছেন মুক্ত, ভীতিহীন, চিন্তাচর্চার আলোকে। আহ্বান জানিয়েছেন জাগ্রত হতে ভারত এবং ভারতীয়দের। কবিতায় তিনি ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকে মানসিক সঙ্কীর্ণতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে সেই ভারতবর্ষ গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন, যেখানে সত্য ও জ্ঞানের চর্চা অবাধ থাকবে। এই কবিতায় কবি বলছেন দেশকে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত— যা মানুষের মনকে নির্ভীক করে এবং মাথা উঁচু করে চলতে শেখায়। এমন শিক্ষা দান করা উচিত যা মানুষের মনকে মুক্ত করে এবং জ্ঞানী করে তোলে এবং যুক্তি দিয়ে বিশ্বকে দেখতে শেখায়। শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যে শিক্ষা মানুষকে মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে দেয় না, মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায় না। সমাজকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেখানে চিত্ত অর্থাৎ মানুষের মনের অন্তরে কোনো ভয়, মালিন্য থাকবে না, সবাই মাথা উঁচু করে বাঁচবে। সমাজের সবার জন্য জ্ঞান হবে উন্মুক্ত। যেখানে ধনী দরিদ্রের মধ্যে প্রাচীর থাকবে না, যেখানে সর্বদা সত্য উন্মোচিত হব । সেখানেই আসবে প্রকৃত স্বাধীনতা। ভারতবর্ষের সেই কাঙ্খিত স্বাধীনতাকে কল্পনা করে তিনি লিখেছেন, দেশ সেদিন স্বাধীন হবে যেদিন দেশের মানুষের কর্মধারা সমস্ত রাজনৈতিক বাধাকে লঙ্ঘন করে ছড়িয়ে পড়বে সারা পৃথিবীতে। স্বাধীনতা তখনই আসবে যখন মানুষ কুসংস্কারকে পরাজিত করবে যুক্তি ও জ্ঞান দিয়ে । কবি তার কবিতায় ভারতবর্ষকে এমনই এক স্বর্গরাজ্য রূপে দেখতে চেয়েছেন যেখানে, তুচ্ছ বিভাজনে বিভাজিত হবে না মানুষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর বহু রচনায় মানুষকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতকে সত্যিকার অর্থে মানুষের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য 'ঈশ্বর পিতা'র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন কবিতায় গানে। তাঁর কবিতা গান পরাধীন দেশের মানুষকে ক্ষমতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস জুগিয়েছে বরাবর। চিত্ত যেথা ভয়শূন্য কবিতাটিও তেমনি একটি কবিতা। এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের এমন একটি স্বাধীনতার কথা কল্পনা করেছেন যেখানে ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি মুক্ত হবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেও। উদার মানসিকতার চিন্তা চেতনা সমস্ত রাজনৈতিক গণ্ডি ভেঙে ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত দেশে। দেশ থেকে বিদেশে। তুচ্ছ আচার-আচরণ, অযৌক্তিক প্রথা ও রীতি নীতির বেড়াজালে আটকে থাকা শুদ্ধ জ্ঞানচর্চার মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন কবি এই কবিতায়। অর্থাৎ স্বাধীনতা সেখানেই থাকবে যেখানে যুক্তি কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাসের শৃঙ্খলমু মানুষকে স্বাধীন করতে চেয়েছেন মুক্ত, ভীতিহীন, চিন্তাচর্চার আলোকে। আহ্বান জানিয়েছেন জাগ্রত হতে ভারত এবং ভারতীয়দের। কবিতায় তিনি ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকে মানসিক সঙ্কীর্ণতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে সেই ভারতবর্ষ গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন, যেখানে সত্য ও জ্ঞানের চর্চা অবাধ থাকবে। এই কবিতায় কবি বলছেন দেশকে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত— যা মানুষের মনকে নির্ভীক করে এবং মাথা উঁচু করে চলতে

শেখায়। এমন শিক্ষা দান করা উচিত যা মানুষের মনকে মুক্ত করে এবং জ্ঞানী করে তোলে এবং যুক্তি দিয়ে বিশ্বকে দেখতে শেখায়। শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যে শিক্ষা মানুষকে মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে দেয় না, মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায় না। সমাজ কে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেখানে চিত্ত অর্থাৎ মানুষের মনের অন্তরে কোনো ভয়, মালিন্য থাকবে না, সবাই মাথা উঁচু করে বাঁচবে। সমাজের সবার জন্য জ্ঞান হবে উন্মুক্ত। যেখানে ধনী দরিদ্রের মধ্যে প্রাচীর থাকবে না, যেখানে সর্বদা সত্য উন্মোচিত হব। সেখানেই আসবে প্রকৃত স্বাধীনতা। ভারতবর্ষের সেই কাঙ্খিত স্বাধীনতাকে কল্পনা করে তিনি লিখেছেন, দেশ সেদিন স্বাধীন হবে যেদিন দেশের মানুষের কর্মধারা সমস্ত রাজনৈতিক বাধাকে লঙ্ঘন করে ছড়িয়ে পড়বে সারা পৃথিবীতে। স্বাধীনতা তখনই আসবে যখন মানুষ কুসংস্কারকে পরাজিত করবে যুক্তি ও জ্ঞান দিয়ে। কবি তার কবিতায় ভারতবর্ষকে এমনই এক স্বর্গরাজ্য রূপে দেখতে চেয়েছেন যেখানে, তুচ্ছ বিভাজনে বিভাজিত হবে না মানুষ।

৪.৩.১ মূল ও অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর স্বকীয় অনুবাদ ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন সময়ে অনুবাদ হয়েছে। বেশ কিছু কবিতার অনুবাদ করেছিলেন ব্রাদার জেমস। ব্রিটিশ কবি ও অনুবাদক জো উইন্টার বাংলাভাষা শিখে মূল বাংলা গীতাঞ্জলি সর্বাংশে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। উইলিয়াম রাদিচে ১৯৮৫ সালে প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আটচল্লিশটি কবিতার ইংরজি অনুবাদের একটি কাব্যগ্রন্থ "সিলেকটেড পোয়েমস "নামে এবং রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে তিনি নতুন করে গীতাঞ্জলি অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের মূল অনুবাদের সমান্তরালে আধুনিক ইংরেজিতে সেগুলির পদ্যানুবাদ করেন রাদিচে যার ফলে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গীতাঞ্জলিতে পাঠকহৃদয়ে যে কাব্যরস সৃষ্টি করেছিলেন , প্রথমবারের মতো পাঠকেরা সেই কাব্যরসের সন্ধান পান রাদিচের অনুবাদে। রাদিচের এই অনুবাদকে তাই ইংরেজিতে 'ট্রান্সলেশন' না বলে বলা হয়েছে 'ট্রান্সক্রিয়েশন'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি গীতাঞ্জলি (song offerings)-তে বাংলা কবিতাগুলির ইংরেজি ভাবানুবাদ করেছিলেন। কাব্যগুলির রূপান্তর ঘটিয়েছেন গদ্যে। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় মূল কবিতাগুলির ভাবসৌন্দর্য রক্ষা করে পুনর্লিখনে কবির মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল। গীতাঞ্জলিতে সংকলিত এই কবিতাগুলি সম্পর্কে ২৯ আগসট ১৯৩৯ 'গ্রন্থকাব্যে' রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'একদা কোনো-এক অসতর্ক মুহূর্তে আমি আমার গীতাঞ্জলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করি। সেদিন বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্যিকেরা আমার অনুবাদকে তাঁদের সাহিত্যের অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করলেন। এমন-কি, ইংরেজি গীতাঞ্জলিকে উপলক্ষ করে এমন-সব প্রশংসাবাদ করলেন যাকে অত্যুক্তি মনে করে আমি কুণ্ঠিত হয়েছিলাম। আমি বিদেশী, আমার কাব্যে মিল বা ছন্দের কোনো চিহ্নই ছিল না, তবু যখন তাঁরা তার ভিতর সম্পূর্ণ কাব্যের রস পেলেন তখন সে কথা তো স্বীকার না করে পারা গেল না।"

কিন্তু কবির এই সংশয়ের বিপরীত চিত্র মেলে গীতাঞ্জলির প্রকাশ-পরবর্তী বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ায়।কবি নিজেও স্বীকার করেন এই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে তার কবিতাগুলির 'ফরেন রি-ইঙ্কার্নেশন' বা 'বিদেশী জন্মান্তর হয়েছে। কবির এই ধারণার সমর্থন মেলে ইংরেজি গীতাঞ্জলি নিয়ে লেখা তৎকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিক্রিয়াগুলিতেও।

১৯১২ ক্রিস্টাব্দের ১৬ জুলাই ' দ্য টাইমস" পত্রিকায় " দ্য ত্রায়াম্ফ অফ আর্ট ওভার সারকামস্ট্যাঞ্জেস লেখা হয় "... অনুবাদ যতই ভালো হোক না কেন, ভালো কবিতার সৌন্দর্য অনুবাদে অনেকখানি হারিয়ে যায় । তা সত্ত্বেও রসজ্ঞ পাঠকের, কবিতার অন্তর্গত প্রতিপাদ্য বিষয় খুঁজে নিতে অসুবিধা হয় না মিস্টার টেগোর তাঁর নিজের অনুবাদের জন্য ইংরেজ কবিদের প্রশংসা পেয়েছেন। তাঁদের কাছে এই কবি বাঙালি নয়—তাঁদের ভ্রাতৃকবি। কেবল পার্থক্যের জন্য কিংবা স্থানিক বৈচিত্র্যে রঙিন বলে কবিতাগুলি তাঁদের আনন্দ দিয়েছে তা নয় – ভালো লেগেছে কারণ এই কবিতাগুলি- যে কবিতা প্রাচ্য পাশ্চাত্য সবদেশের কবিতার মতো একই প্রকৃতির।"

"চিত্ত যেথা ভয় শূন্য" কবিতাটি ১৯১০ সালে নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল "প্রার্থনা" নামে । ১৯১২ সালে লন্ডনের ইন্ডিয়ান সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে ৩৫তম কবিতা হিসেবে এই কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৪.৩.২ মূল কবিতা

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ;

ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত॥

৪.৩.৩ অনুবাদ

Where the Mind Is Without Fear

Where the mind is without fear and the head is held high
Where knowledge is free
Where the world has not been broken up into fragments
By narrow domestic walls
Where words come out from the depth of truth
Where tireless striving stretches its arms towards perfection
Where the clear stream of reason has not lost its way
Into the dreary desert sand of dead habit
Where the mind is led forward by thee
Into ever-widening thought and action
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। কবিতাদ্বয়ে মূলের মৌলিকতা বিচার করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৪.৪ মূলের প্রতি আনুগত্য

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষেত্রেই মৌলিকতার আশ্রয় নিলেও কবিতার ভাব এবং বিষয়গত দিকটি অক্ষুন্ন রেখেছেন। কবিতায় কবি কল্পিত ভারতবর্ষে যে বিষয়গুলির উপস্থিতি প্রার্থনা করেছেন সেই বিষয়গুলি অর্থাৎ মানবমনের স্বাধীনতা, মুক্ত শিক্ষার পরিবেশ, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজ,জাতিগত বৈষম্যের সমাপ্তি সম্পূর্ন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ইংরেজি অনুবাদেও। কবিতার কয়েকটি পংক্তির মধ্য দিয়ে বিষয়টি আমরা বোঝার চেষ্টা করতে পারি। যেমন, মানবমনের স্বাধীনতা প্রকাশে বাংলায় যেখানে বলা হয়েছে "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির" সেখানে ইংরেজি অনুবাদে এসেছে "Where the mind is without fear and the head is held high." বাংলার মতো এখানেও কবির কাঙ্খিত ভারতবর্ষে মানুষের উদার নির্ভীক মন এবং মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে যথাযথ গুরুত্বে প্রতিফলিত হয়েছে। এই কবিতার মূল যে আধেয় অর্থাৎ মানবমনের স্বাধীনতা, মুক্তচিন্তা, সত্যবাদিতা, জ্ঞানচর্চা ও জাতীয়তাবোধ তা দুটি ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয়েছে।

কবিতায় কবি এক মুক্ত শিক্ষার পরিবেশের কথা গড়ে তোলার স্বপ্নে বলেছেন, "জ্ঞান যেথা মুক্ত"। সেই সংকীর্ণতা ও বাধাবন্ধন মুক্ত পরিবেশের কথা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন "Where knowledge is free."

এখানেও রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ মুলের অনুসারী।

" যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি **"**

এর ইংরেজি রূপান্তর করেছেন কবি

"Where the clear stream of reason has not lost its way
Into the dreary desert sand of dead habit."

অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কবির কাঙ্খিত যুক্তিবাদী চিন্তার জয়ের বার্তা রয়েছে দু'টি কবিতাতেই।

জাতিগত ও সামাজিক বিভাজনের বিরোধিতায় কবি মূল কবিতায় লিখেছিলেন-

"যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি..."

ইংরেজিতে তার অনুবাদ করেছেন

"Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls."

উভয় ক্ষেত্রেই সমাজের কৃত্রিম বিভাজন (ধর্ম, বর্ণ, জাতি) দূর করার আহ্বান রয়েছে। এছাড়াও

"যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়, "

রবীন্দ্রনাথ এই দুটি পঙ্‌ক্তিগুলির অনুবাদ করেছেন এভাবে,

"Where words come out from the depth of truth"
"Where tireless striving stretches its arms towards perfection"

এখানে কবি সম্পূর্ণ মূলানুগত্য বজায় রেখে ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। সত্যবাদিতা ও নিরলস পরিশ্রমের গুরুত্ব বাংলা ও ইংরেজি দুই কবিতাতেই সমানভাবে এসেছে।

সবমিলিয়ে চিত্ত যেথা ভয় শূন্য কবিতায় সমস্ত কবিতা জুড়ে যে এক প্রার্থনার সুর ধ্বনিত Where the Mind Is Without Fear কবিতায়ও সেই সুরের অনুরণন বজায় রেখেছেন কবি।

বাংলায় লিখেছিলেন "পিতঃ, তুমি সেই স্বর্গে করো জাগরিত" অনুবাদে লেখেন "Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake." উভয় ক্ষেত্রেই দেশকে মুক্তির পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

৪.৫ মৌলিকতা

ইংরেজি গীতাঞ্জলির বেশিরভাগ কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূল বাংলা কবিতার রূপান্তরের কাজটি করেছেন সহজ সরল ভাষান্তরের মাধ্যমে। এই কবিতাটিও ব্যতিক্রম নয়। আমরা আগেই জেনেছি সার্থক অনুবাদের চাবিকাঠিটি সঞ্চিত থাকে মূলানুগত্য এবং মৌলিকতার সঠিক সংমিশ্রণে। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য কবিতাটির অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ সেই সংমিশ্রণ টি করেছেন সুনিপুণ হাতে। অযথা মূলানুগত্যের বেড়াজালে নিজেকে আটকে কবিতাগুলির আক্ষরিক অনুবাদ করার চেষ্টা করেননি তিনি। স্বাধীনভাবে প্রতিটি কবিতায় অনুবাদক হিসেবে নিজস্ব মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষত শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে। কিছু কিছু শব্দের অনুবাদ অর্থগত ভাবে মূলের কাছাকাছি হলেও মূল বাংলা কবিতার শব্দটির ব্যঞ্জনার দিক থেকে স্বতন্ত্র অর্থবাহী। যেমন, "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির" অনুবাদে কবি লিখেছেন, "Where the mind is without fear and the head is held high" এখানে "চিত্ত" শব্দটি ইংরেজিতে অনুদিত হয়েছে "mind" শব্দে । শব্দটি অর্থগত দিক থেকে উপযুক্ত হলেও "চিত্ত" শব্দটির ব্যঞ্জনা এখানে অনুপস্থিত। চিত্ত শব্দটির মাধ্যমে মনকে ছাড়িয়েযে গভীর মানসিকতার প্রকাশ ঘটে ইংরেজি "mind" শব্দে তার যথাযথ প্রকাশ সম্ভব হয় না । ঠিক একই ভাবে পরবর্তী পংক্তি "জ্ঞান যেথা মুক্ত"-পংক্তিতে রবীন্দ্রনাথ "মুক্ত" শব্দটিতে শুধুমাত্র শারীরিক মুক্তি বা স্বাধীনতা নয়, মানসিক মুক্তির কথাও বোঝাতে চেয়েছেন যা ইংরেজি "free" অনুবাদ আক্ষরিক দিক থেকে শুদ্ধ হলেওসর্বার্থে প্রতিফলিত হয়নি । রবীন্দ্রনাথ মানসিক সংকীর্ণতা ও সামাজিক সাম্প্রদায়িকতার কঠোর বিরোধী ছিলেন।

" যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি, "

এই পঙ্‌ক্তিতে 'ক্ষুদ্রতা এবং পরাধীনতা শব্দ দু'টি আসলে সেই সামাজিক বিভেদ ও সংকীর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছে। কিন্তু ইংরেজিতে "Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls" অনুবাদে "domestic walls" শব্দবন্ধে তিনি মূলত সমাজের বিভেদকেই বুঝিয়েছেন। সেখানে মূল বাংলা কবিতায় মানসিক সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করার জন্য

কবির যে আহবান মূল কবিতায় সোচ্চার তা অনুপস্থিত। আবার,

"যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা;"

ইংরেজি অনুবাদে কবি লিখেছেন,"Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit" এখানে রবীন্দ্রনাথ "অজ্ঞানতা" শব্দটির অনুবাদ করেছেন "deadhabit", যা বাংলার তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন অর্থ বহন করে। মূল কবিতায় অজ্ঞানতায় মানুষের শুভ বুদ্ধি লোপ পাওয়ার ইঙ্গিতময়তা "dead habit", শব্দবন্ধে প্রতিফলিত হয়নি।

আক্ষরিক এই অমিলগুলো ছাড়াও কাঠামোগত দিক থেকেও অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা স্বতন্ত্র্য অবস্থান নিয়েছেন মূল কবিতা থেকে। যেমন,

- "Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake."এই পংক্তিতে রবীন্দ্রনাথ তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা, নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি এই অংশটটুকু সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন।

- বাংলা কবিতাটি বেশি ছন্দময় ও গীতিময়, যা রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক ভাষার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। ইংরেজি অনুবাদ অপেক্ষাকৃত গদ্যধর্মী, যাতে পশ্চিমা পাঠকদের কাছে ভাব প্রকাশ সহজ হয়।

- বাংলায় সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর অর্থবহ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন: "সত্য যেথা পূজিত হয়"। ইংরেজি অনুবাদে এটি হয়েছে: "Where words come out from the depth of truth." এখানে "truth" শব্দটি বাংলা "সত্য"-এর সমার্থক, তবে "words come out from the depth" অতিরিক্ত ব্যাখ্যা যোগ করেছে।

- বাংলায় "পিতঃ" শব্দটি আছে, যা ঈশ্বর বা গুরুতুল্য ব্যক্তিকে বোঝায়। ইংরেজিতে "my Father" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা খ্রিস্টীয় ভাবধারার সাথে বেশি মানানসই।

অনুবাদ যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও, মূল বাংলার শব্দ ও ভাবের গভীরতা কিছুটা হারিয়ে গেছে। বাংলা কবিতার ধ্বনিগত ও আবেগপূর্ণ গঠন, বিশেষত সংস্কৃত-প্রভাবিত শব্দের মহিমা, ইংরেজিতে যদিও পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়নি তবুও ইংরেজি অনুবাদটি সার্বজনীন হয়ে উঠেছে এবং বিশ্ব সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছে।

৪.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- ভাবানুবাদ সম্পর্কে ধারণালাভ করতে পারলেন।
- অনুবাদ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধ্যান ধারণা সম্পর্কে জানতে পারলাম।
- রবীন্দ্রসাহিত্য অনুবাদের নানা প্রসঙ্গ সম্পর্কে অবগত হতে পারলেন।
- গীতাঞ্জলির মূল কবিতার সঙ্গে অনুদিত কবিতার পার্থক্য নির্ধারণ করতে পেরেছেন।

৪.৭ অতিরিক্ত পঠন

- Tagore, Rabindranath(2012), Gitanjali; New Delhi : General Press
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৪১); গীতাঞ্জলি; ঢাকা : জয় প্রকাশন
- চক্রবর্তী, সুমিতা (২০০০); অনুবাদের তত্ত্ব আনুবাদকের মন; কলকাতা : আশাদীপ

৪.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নিজস্ব রচনা ছাড়াও অজস্র দেশি বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ করেছেন। বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, মনুসংহিতার কিছু অংশের পাশাপাশি অনুবাদ করেছেন কালিদাস, ভবভূতি, ভট্টনারায়ণ, , তুকারাম কবীরের দোহা, বিদ্যাপতির মৈথেলি কবিতা এবং বৈষ্ণব পদাবলি। এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৪.২ অংশ)

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর বহু রচনায় মানুষকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতকে সত্যিকার অর্থে মানুষের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য 'ঈশ্বর পিতা'র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন কবিতায় গানে। তাঁর কবিতা গান পরাধীন দেশের মানুষকে ক্ষমতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস জুগিয়েছে বরাবর। চিত্ত যেথা ভয়শূন্য কবিতাটিও তেমনি একটি কবিতা। এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের এমন একটি স্বাধীনতার কথা কল্পনা করেছেন যেখানে ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি মুক্ত হবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেও। উদার মানসিকতার চিন্তা চেতনা সমস্ত রাজনৈতিক গণ্ডি ভেঙে ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত দেশে।..... এইভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৪.৫ অংশ)

৪.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

২। আলোচ্য কবিতাদ্বয়ের ভাব ও বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। অনুবাদে মূলের মৌলিকতা বিচার করুন।

*** *** ***